International Journal of Applied Research 2021; 7(2): 352-354

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 352-354
www.allresearchjournal.com
Received: 23-11-2020
Accepted: 08-01-2021

অমলেশ কুমার প্রধান
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author:
অমলেশ কুমার প্রধান
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

জাতীয়তাবাদ : সাম্প্রতিক বিতর্ক

অমলেশ কুমার প্রধান

সারসংক্ষেপঃ
জাতীয়তাবাদ একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং এটি গঠিত হয় বহুমাত্রিক উপাদান নিয়ে। কখনও সামাজিক, কখনও অর্থনৈতিক আবার কখনও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা জাতি দেশের প্রতি আবেগ, অনুভূতি, মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। পশ্চিম ইউরোপকে জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি বলা হয়। কারণ ইউরোপে ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে চরমপন্থী রাজতন্ত্র সুসংহত রূপ লাভ করে। অধ্যাপক মুরের মতো অনেকেই মনে করেন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটে ইংল্যান্ডে। ফ্রান্সকে অধিকার করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শক্তির উদ্যোগের প্রেক্ষিতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সেও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ব্রিটিশ আমলে ভারতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। বস্তুত আঞ্চলিক স্তরে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হলেও সংঘটিত আন্দোলন হিসেবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ উনিশ শতকের শেষ দশকে বিকশিত হয়।

সূচক শব্দাবলীঃ চেতনা, স্বজনপ্রীতি, সংস্কৃতি, আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ।

প্রধান অংশঃ
ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে একটি মতাদর্শ বা আন্দোলন হিসেবে জাতীয়তাবাদ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জাতীয়তাবাদ একটি চেতনা বিশেষ যা স্বাধীন দেশের মানুষকেও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে এবং পরাধীন দেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। জাতীয়তাবাদ মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা দেয়, সাথে সাথে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি ঐক্যবদ্ধ জতি হয়ে ওঠার প্রেরণা দেয়। এই একাত্মবোধের ভিত্তিতেই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে চিন্তাবিদরা একমত নন। জাতীয়তাবাদকে একটি মানসিক অনুভূতি বা চেতনা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসেলের ভাষায় জাতীয়তাবাদ হল একটি সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভূতি যা পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখায়। জাতীয়তাবাদের মধ্যে শুধু যে স্বজনপ্রীতি থাকে তা নয়, স্বদেশের প্রতিও দেখা যায়। তাই হায়েস মন্তব্য করেছেন— "Nationalism consists of modern fusion of emotional and exaggeration of two very old phenomena." জনসমাজের মধ্যে এই স্বজনপ্রীতি বা একাত্মবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম যুক্ত হলে জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। বার্নসের মতে, জাতীয়তাবাদ প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নতা স্বকীয়তা সংরক্ষণে ও সমন্বয় সাধনে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর স্বকীয়তা বা বিভিন্নতার বিলোপ সাধন করে না, বরং তা সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে মানবগোষ্ঠীর সৃজনশীল বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। লিপসন এর মতানুযায়ী জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে এক ধরনের আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। এই আবেগ অনুভূতির মধ্যে যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা প্রভৃতি যেমন ইতিবাচক মনোভাব থাকে তেমনি অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি প্রভৃতি নেতিবাচক মনোভাব দেখা যায়।
জাতীয়তাবাদের দুটি দিক রয়েছে, যার একটি হল সৃজনশীল ও গঠনমূলক দিক আর অন্যটি হল উগ্র, বিকৃত বা ধ্বংসাত্মক দিক। জাতীয়তাবাদের গঠনমূলক দিকটি পরাধীন জাতিকে মুক্তির প্রেরণা দেয় এবং আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ বিকৃত রূপ ধারণ করলে তা সমাজ ও সভ্যতার শত্রুতে পরিণত হয়।

জাতীয়তাবাদ যদি সংকীর্ণ স্বাদেশিকতায় রূপান্তরিত হয় তাহলে তা কতটা ভয়ানক হতে পারে তা আজ অজানা নয়। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের বিভীষিকাময় রূপ হিটলারের জাতীয়তাবাদে দেখা যায়।

জাতীয়তাবাদ একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং এটি গঠিত হয় বহুমাত্রিক উপাদান নিয়ে। কখনও সামাজিক, কখনও অর্থনৈতিক আবার কখনও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা জাতি দেশের প্রতি আবেগ, অনুভূতি, মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ হল একটা দেশের প্রতি আবেগ, অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সেই দিক থেকে বিচার করে দেখলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের প্রতি আবেগ, অনুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বা স্বরূপ কিরূপ? ভারত একটি বহুমাত্রিক, বহুধাবিভক্ত, বহুসংস্কৃতি ও ভাষাভাষীর দেশ, তাই স্বভাবতই কোন এক বিশেষ সংস্কৃতির প্রতি আবেগ বা অনুভূতি দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি অনুধাবন করতে গেলে ভারতের চিরায়ত দর্শন, ভারতীয় সভ্যতার গঠন ও তার অতীত ঐতিহ্যকে বুঝতে হবে। আমাদের একটা পরিচিতি হল আমি যেমন ভারতীয়, তেমনি ভাবেই আমি বাঙালি আবার অন্যদিকে আমি মুসলিম অর্থাৎ একটা ব্যক্তির পরিচিতির ক্ষেত্রে এই তিনটি চূড়ান্তভাবে সত্য। কোনটিকে অস্বীকার করে অন্যটির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমাদেরকে যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা বলতে হয় তাহলে ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ভাষা ও তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তা না হলে ভারতীয় সভ্যতা সংকটাপন্ন হবে। কোন একমাত্রিক ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ধরে রাখা যাবে না বরং সেটা হবে দেশ ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদ স্বরূপ। তাই জাতীয়তাবাদ একদিকে যেমন অতীত ঐতিহ্যের কথা বলে ঠিক তেমনি করে জাতীয়তাবাদ বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গুরুত্ব দেয়। এই জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ ও দেশ গঠনের কথা বলা হয়। তাই ব্যাপক অর্থে জাতীয়তাবাদ সহমর্মিতার কথা বলে, সহনশীলতার কথা বলে যেখানে এক দেশের সাথে অন্য দেশের কোন বিরোধ থাকে না। অর্থাৎ এই জাতীয়তাবাদ প্রকৃত সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে। জাতীয়তাবাদ কখনও উচ্চ জাতি শ্রেষ্ঠতার কথা বলে না। কারণ বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা বোঝা যায় কয়েকটি দেশ ছাড়া বেশিরভাগ দেশেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। তাই 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই তত্ত্ব সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশেষত ভারতের মতো এইরকম একটা দেশে যেখানে বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি রয়েছে সেখানে কোন এক বিশেষ ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা একটি বিপদজনক পরিস্থিতির তৈরি করবে। অর্থাৎ ভারত সেই জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী বা সেই জাতীয়তাবোধই ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব রীতিনীতি পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতা থাকবে। ধর্মাচরণ ও উপাসনার স্বাধীনতা থাকবে। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কখনই ধর্মীয় উন্মাদনাকে সমর্থন করে না।

আবার রাজনৈতিক মতাদর্শের ভেদে, জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও পরিবর্তন হতে পারে। যেমন উগ্র হিন্দুত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে হিন্দুত্বের সম্প্রসারণ জাতীয়তাবাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আবার বাম মতাদর্শে দীক্ষিতদের কাছে আন্তর্জাতিক ভাতৃত্ববোধ ও তার বিকাশ সাধন জাতীয়তাবাদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাই জাতীয়তাবাদকে কোন একমাত্রিক অনুভূতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। জাতীয়তাবাদকে বুঝতে গেলে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন রয়েছে। তাই জাতীয়তাবাদ দেশ, জাতি ও সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কখনই জার্মান জাতীয়তাবাদের সমর্থক হতে পারে না।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোড়ার দিকে বেশির ভাগ নেতা ছিলেন হয় বাঙালি, নয় মারাঠী। এক্ষেত্রে রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণাডে, গোখলে, তিলক প্রমুখর নাম উল্লেখ করা যায়।

তিলক : তিলক জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিকশিত ও উজ্জীবিত করার জন্য প্রাচীন ভারতের সনাতন ও সুস্থ সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব। তিনি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রতীকী ধর্মীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এক্ষেত্রে শিবাজী ও গণপতি উৎসবের কথা উল্লেখ করা যায়।

অরবিন্দ : অরবিন্দ ঘোষ জাতীয়তাবাদের মধ্যে বৌদ্ধিক এবং ধর্মীয় আদর্শকে যুক্ত করেছেন। তিনি মানবিক উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ বিচার নিছক একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা নয়। জাতীয়তাবাদ হল একটি ধর্ম যা ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত। তিনি মনে করেন জাতীয়তাবাদ কোন মানবীয় বিষয় নয়। তাই ঈশ্বরীয় শক্তিতেই জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে, কোন শক্তি একে বিপন্ন করতে পারবে না। অর্থাৎ অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ মূলত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। যদিও তিনি হিন্দুত্বের ধারণার সঙ্গে ভারতীয় সংগ্রামের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মের যে ধর্মীয় চেতনা, আধ্যাত্মিকতা এর সাথে দেশভক্তিকে সংযুক্ত করে এক অবিনশ্বর, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পটভূমি তৈরি করেন।

বিবেকানন্দ : জাতীয়তাবাদ হল একটি বিশেষ মানসিক অনুভূতি। এই অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটে জাতীয় জীবনের ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে। তিনি মনে করেন পরাধীনতার শৃংখল মোচন বা জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংকটময় পরিস্থিতিতে এই জাতীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি অপরিহার্য।

নেহেরু : পন্ডিত নেহেরু জাতীয়তাবাদী ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন - জাতীয়তাবাদ হল এক গোষ্ঠীগত চেতনা বা স্মৃতি। এই স্মৃতি অতীতের সাফল্য, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা সম্বলিত। অতীতের থেকে বর্তমানে জাতীয়তাবাদ অধিকতর শক্তিশালী। সংকটের সময় সর্বদা জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে। জাতীয়তাবাদ হল আত্ম অভিব্যক্তির এক মহান অবস্থা। তাঁর কাছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল অখন্ড প্রকৃতির এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত। তিনি গঠনমূলক, বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের নগ্ন বিভৎস রূপ তাঁর মনকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছিল। তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ মানবতার আদর্শ নয়, সভ্যতার সংকট। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদকে

বাণিজ্য ও রাজনীতির এক সংগঠন ক্ষমতা ও প্রাধান্য মূলক সভ্যতা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন।

অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় আধ্যাত্বিকতার পটভূমি থেকে আস্তে আস্তে সরে যায় বিশেষত জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতৃত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে। সুভাষচন্দ্র, সূর্য সেন ও ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ হলেও সেই জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ থেকে আলাদা। আবার ভগৎ সিং এর মতো নেতৃত্বদের যোগদানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের পটভূমি একটি ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। তাদের বিপ্লবাত্মক চেতনা ও আত্মত্যাগ কোনভাবেই ধর্মীয় উন্মাদনার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সমাজের সকল স্তরের নেতৃত্বের যোগদানের ফলে বিশেষত মুসলিম লীগসহ অহিন্দু সংগঠন/ রাজনৈতিক দলগুলির যোগদানের ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট অনেকাংশে হ্রাস পায়। এই পর্বে জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। এইভাবে ভারতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। যদিও বিভিন্ন সময় নিছক রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উস্কানি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদ বিরোধ মূলক।

ভারতবর্ষের জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এর ফলে ভারতীয় জাতীয় জনসমাজ রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী জনগণের একটা জাতীয় জাগরণ তৈরি হয়, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। দেশ, দেশপ্রেম ও দেশ মুক্তির স্বার্থে আত্ম বলিদানের জন্য প্রস্তুত হয়। এইভাবে একটা অসংগঠিত বিচ্ছিন্ন জাতীয় জনসমাজ মধ্যে দেশের প্রতি আবেগ ও আনুগত্য তৈরি হয়। তবে উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও কিছু আন্দোলন ও রচনার মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ‘হিন্দুত্ব’ এর একটা সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দু সংস্কার আন্দোলন বিশেষত ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আরও সম্প্রসারিত হয়। বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও নব্য বেদান্তের ধারণা ভারতবাসীর মধ্যে একটা আবেগ ঘন জাতীয়তাবাদের মুহূর্ত তৈরি করে। তাঁর দেশপ্রেম ও দেশভক্তির যে আহ্বান সেখানে সকল দরিদ্র, মুচি, মূর্খ ভারতবাসীকে আপন করে নেওয়ার যে উদাত্ত আহ্বান তার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে আবেগের বন্ধনে জড়িয়ে দেওয়া ও ভারতমাতার মুক্তির জন্য লড়াইয়ের আহ্বান এই সকলের মধ্য দিয়ে এক নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।

অতি সম্প্রতি ভারতে জাতীয়তাবাদ বিতর্কের যে বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে সেখানে কোনো এক বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রচার শুরু হয়েছে। দেশ ও দেশ ভক্তির নামে বিরুদ্ধ মত ও কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করার একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। সাংস্কৃতিক সমরাপতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একটা একমাত্রিক ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিশেষ হিন্দুত্বের রাজনীতি ভারতবর্ষের মধ্যে যে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করেছে, যাকে একদল মানুষ জাতীয়তাবাদ বলে চালানোর চেষ্টা করে হচ্ছে। আর এর বিরুদ্ধাচরণ করাই হল দেশদ্রোহিতার সামিল। এইভাবে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে বিরুদ্ধ মত ও মতাদর্শকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখানে জাতীয়তাবাদের প্রমাণ দিতে হলে হিন্দুত্বের সমর্থক হতে হবে নতুবা দেশদ্রোহিতার সামিল বলে তকমা দেওয়া হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই সংকীর্ণ ও ধর্মীয় রূপ ভারতবর্ষের পরম্পরাকে শুধু লঙ্ঘন করে তাই নয়, এই জাতীয়তাবাদ দেশ জাতি ও সভ্যতার পক্ষে বিপদজ্জনক। এর ফলে ভারতীয় সমাজে অসহিষ্ণুতা, অস্থিতিশীলতা, জাত রাজনীতির বিভীষিকা, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ রাজনীতির জন্ম হয়েছে। যাই হোক বৃহত্তর স্বার্থ ও মানবতার স্বার্থে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উন্মাদ আস্ফালন বন্ধ হোক। ভারত একটি প্রগতিশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত হোক, যার ভিত্তি হবে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতা।

গ্রন্থপঞ্জি :

1. Banhatti GS. Life and Philosophy of Swami Vivekananda, Atlantic Publishers, New Delhi.
2. Chetan Bhatt. Hindu Nationalism: origins, ideologies and modern myths, Berg publishers 2001.
3. Zoya Hasa. (ed), Parties and Party Politics in India, OUP, New Delhi 2002.
4. Indianexpress.com visited at 10.30pm, 25/11/2020
5. www.saamana.com visited at 10.30pm, 26/11/2020
6. Azad R, Nair J, Singh M, Roy MS. (eds), What the Nation Really Needs to know: The JNU Nationalism Lectures. Noida: Harper Collins Publishers India.